বামন্দীতে ক্লিনিক মালিককে এক বছর কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ক্লিনিকের নানা অনিয়ম ও জণগনের ক্ষতি হবে জেনেও সেটি করার অপরাধে মেহেরপুরে এক ক্লিনিক মালিককে জেল ও জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

দন্ডিত ওই ক্লিনিক মালিকের নাম সাইদুল ইসলাম ওরফে বিদ্যুৎ। তিনি গাংনী উপজেলার বামন্দী করবি এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক ও আওয়ামীলীগ নেতা হাজী ইছার উদ্দীনের ছেলে।

ক্লিনিক মালিক সাইদুল ইসলাম বিদ্যুৎ এর আগেও ভূঁয়া প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতারণা মামলায় দীর্ঘদিন স্বস্ত্রীক জেল খেটেছেন।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫ টার সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাকে জেল ও জরিমানা আদায় করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এই দণ্ডাদেশ দেন।

এসময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামীম জানান, জণগনের ক্ষতি হবে জেনেও সেটি করার অপরাধে “ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫২ ধারায় করবি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক জাহিদুল ইসলাম ওরফে বিদ্যুৎকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর আগে দুপুরের দিকে এ উপজেলার কল্যাপুর গ্রামের কালিতলা পাড়া এলাকার গার্মেন্টস ব্যবসায়ী পিংকু হোসেনের স্ত্রী রিভা খাতুনকে সিজারিয়ান অপারেশন করার সময় নবজাতকটি ওটি কক্ষেই মারা যায়। রিভা খাতুন প্রসব বেদনা নিয়ে সকালের দিকে ভর্তি হয়েছিলেন বলে জানান করবি ক্লিনিকের স্যাকমো মিলন আলী।

স্যাকমো মিলন বলেন, সকালে প্রসব বেদনা নিয়ে ভর্তি হলেও দুপুর

[illegible]

[illegible]

---

# [illegible]

[illegible]

র্যাব-১২ এর সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানীর কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে ফেনসিডিলের একটি চালান যাচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে কদমতলা-গোরস্থানপাড়া রাস্তার মুছাদ আলীর বাড়ির দক্ষিণ পাশে মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৯৭ বোতল ফেন্সিডিল জব্দ ও বকুল মিয়াকে আটক করা হয়।

জব্দকৃত ফেনসিডিলের আনুমানিক মূল্য চার লাখ টাকা।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১৪(গ) ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মামলা নং -১৩, তারিখ-১১/০৬/২৪ ইং।

আটক ফেনসিডিলসহ বকুল মিয়াকে মুজিবনগর থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ২’শ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার পাইকপাড়া ক্যাম্প পুলিশের অভিযানে ২’শ গ্রাম গাঁজাসহ ডাবলু হক নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে উপজেলার চর-শ্রীরামপুর গ্রামে এ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটক ডাবলু হক (৪৪) উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের চর-শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত মোশারফ মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ জানান, গতকাল রবিবার সকালে গোপন সংবাদ আসে চর-শ্রীরামপুর এলাকায় মাদক দ্রব্য গাঁজা বিক্রির জন্য একজন অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে পাইকপাড়া ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সন্দেহজনক ভাবে ডাবলু হককে আটক করে পুলিশ। তাঁর স্বীকারোক্তিতে কাছে থাকা ২’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, একজনকে ২’শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবনে দুজনের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রাধিকাগঞ্জে গাঁজা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবনের দায়ে একজন ১ বছরের ও অন্যজনকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস।

এর আগে গতকাল রবিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা পৌরসভাধীন রাধিকাগঞ্জ এলাকার অভিযুক্ত মিলনের বসতবাড়িতে মাদক সেবন করছিল। এমন ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান। এসময় মাদক সেবনরত অবস্থায় তাদের আটক করে। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস মিলন হোসেন (২২) কে ১ বছর ও হাসিবুল ইসলামকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস জানান, গাঁজা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবনের অপরাধে দুজনকে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে দুজনকে পৃথক ১ বছর ও তিন মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

শৈলকুপা থানা পুলিশের উপরে হামলা, ৫ পুলিশ সদস্যসহ আহত ২৫

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় থানায় এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করায় ক্ষিপ্ত হয়ে থানা পুলিশের উপরে হামলা করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের উপরে। এ ঘটনায় ৫পুলিশ সদস্যসহ ২৫/২৬ আহত হয়েছেন।

আজ রোববার (৯ জুন) দুপুরে শৈলকুপা থানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় জনগন ও থানা পুলিশের কাছ থেকে জানা গেছে, শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ কর্মী এজাহারভুক্ত আসামি ধলহরা চন্দ্র ইউনিয়নের ধাওড়া গ্রামের মোস্তাক সিকদারকে পুলিশ রোববার দুপুরে আটক করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে শৈলকুপা থানা ঘেরাও করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশও ফাঁকা গুলি ছুড়ে। এতে হামলাকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ ঘটনায় ৫ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন এবং হামলাকারীদের মধ্যে ২০/২৫ জন আহত হয়েছেন। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করায় পরিস্তিতি নিয়ন্ত্রনে রয়েছে । এই ঘটনায় পুলিশ ২জনকে আটক করেছে। শৈলকুপা সার্কেলেরর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ১০ মিনিটের এ হামলার ঘটনায় অন্তত ৫ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। হামলাকারীদের ২জনকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

উল্লেখ, গত শুক্রবার ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভার মেয়র কাজী আশরাফুল আজমের একটি বক্তব্য সামাজিক যোযোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ প্রশাসন ও জনমনে ক্ষোভ ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যার ফলে এমনটি হয়েছে বলেও অনেকে ধারণা করছেন।

সে দিন সন্ধ্যার দিকে ঝিনাইদহ-১ আসনে উপনির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজম শৈলকুপা থানার ওসি মো. সফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে গলায় গামছা বেঁধে বিতাড়িত করার হুমকি দেন।

এ সময় হাজারো জনতার সামনে মেয়র আরও বলেন, এ দুর্নীতিবাজ ওসি সন্ত্রাস করছে। আমরা চাই দুর্নীতিবাজ প্রশাসন বিশেষ করে এই ওসি

এখান থেকে চলে যাক। তা না হলে গলায় গামছা বেঁধে তাকে আমরা বিতাড়িত করব।

পৌর মেয়রের এ বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মূহুর্তের মধ্যে তা ভাইরাল হয়। এ নিয়ে শৈলকুপা উপজেলা শহরের চায়ের দোকান ও বিভিন্ন আড্ডায় আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়।

ঝিনাইদহে ৪৪৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক ২

ঝিনাইদহে ট্রাক ভর্তি সবজির মধ্যে বিপুল পরিমান ফেন্সিডিল নিয়ে পাচারের সময় ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ এবং ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাতে সদর উপজেলার মধুপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো-চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বকন্দিয়া গ্রামের মুসা করিমের ছেলে অমেদুল হক ও দৌলতদিয়া হাতিকাটা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে রাসেল আহম্মেদ।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া জানান, চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থেকে ট্রাক ভর্তি সবজির মধ্যে বিশেষ কায়দায় লুকানো ফেন্সিডিল ঢাকায় পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার এস আই রোকনুজ্জামান, এসআই নিপু সাহা, সোহাগ হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মধুপুর এলাকায় চেকপোস্ট বসায়। সেসময় একটি মিনি ট্রাকের গতিরোধ করলে সবজির মধ্য থেকে ৪৪৮ বোতল ফেন্সিডিল পাওয়া যায়। আটক করা হয় চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার অমেদুল হক ও রাসেল আহম্মেদকে।

এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামীদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মেহেরপুরে হারানো ৭৯ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে দিল পুলিশ

মেহেরপুরে হারানো ৭৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

সেই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করে মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৯ জুন) বেলা সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রকৃত মালিকদের কাছে মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক।

তিনি জানান, মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৭৯টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। হারানো মোবাইল এবং প্রতারণার শিকার হওয়া টাকা উদ্ধারের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এর মধ্যে সদর থানায় ৬৮টি,গাংনী থানায় ০৮টি ও মুজিবনগর থানায় ০৩টি ফোন উদ্ধার করা হয়।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) মোঃ আহসান খানসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে সদর উপ জেলার বটতৈল ইউনিয়নের কবুরহাট সর্দার পাড়া এলাকায় সংঘর্ষটি হয়। এ সময় দলটির নেতাকর্মীরা পুলিশের দিকে ইট-

পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও বিএনপি নেতাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার সেল ছোড়ে।

পুলিশ জানায়, আজ বিকেলে অনুমতি না নিয়েই কবুরহাট এলাকায় কর্মসূচির আয়োজন করে বিএনপি নেতাকর্মীরা। সমাবেশে যোগ দিতে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা কর্মসূচিস্থলে আসতে থাকেন। দলটির নেতাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে যায়। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্যে করে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষ চলে। এক পর্যায়ে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পালিয়ে যান।

ঘটনাস্থলে থাকা জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, কেন্দ্র থেকে বিএনপি নেতাদের একটি দল কুষ্টিয়ায় আসলে তাদের নিয়ে পুলিশের মৌখিক অনুমতিতে শহরের নবীন টাওয়ারে সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে পুলিশ আমাদের সমাবেশ বন্ধ করতে বলে। ছোট পরিসরে অন্য কোথাও সমাবেশ করার জন্য বলা হয়। সেই মোতাবেক কবুরহাটে অবস্থিত যুবদল নেতা মজিদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে যায়। সেখানেও পুলিশ গিয়ে নেতাকর্মীদের মারধর শুরু করে। এ সময় নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে কয়েকটা ইট নিক্ষেপ করে। এরপরেই পুলিশ নেতাকর্মীদের লক্ষ্যে করে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এসময় ১০ থেকে ১২ জন আহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) পলাশ কান্তি নাথ বলেন, তারা (বিএনপি) অনুমতি ছাড়াই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। কর্মসূচিস্থলে পুলিশ দেখে বিএনপি নেতাকর্মীরা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যে ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল তা আমরা নিয়েছি।

চুয়াডাঙ্গায় আন্তজেলা অজ্ঞান পার্টির সক্রিয় ৬ সদস্য আটক

চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আন্তজেলা অজ্ঞান পার্টির সক্রিয় ৬ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এসময় পুলিশ তাদের কাছ থেকে চেতনা নাশক ঔষধ উদ্ধার করেছে।

আটককৃত আন্ত জেলা অজ্ঞান পার্টির ৬ হলো; জেলার জীবননগরের সন্তোষপুর গ্রামের মৃত: ইসমাইলের ছেলে ইব্রাহিম ওরফে ইব্রা (৫০), একই উপজেলার মৃগমারী গ্রামের নওশাদ মন্ডলের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৪৭), দামুড়হুদা উপজেলার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত: রইচ উদ্দিনের ছেলে সালামত (৫৫), বড় দুধ পাতিলা গ্রামের মৃত: গোলাপ মন্ডলের ছেলে হাসেম আলী (৪৮), চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বোয়ালমারি গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে শাহাবুদ্দিন ওরফে সুখচান (৩০) ও বাগেরহাট জেলার শরনখোলা উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মৃত: কাশেম মাঝির ছেলে বাচ্চু মাঝি। তাদের দখল থেকে উদ্ধার হয়েছে চেতনাশক ওষুধ সামগ্রী।

এ বিষয়ে আজ শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিং আয়োজন করেন পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান।

প্রেস ব্রিফিং এ জেলা পুলিশের পক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দিন (ক্রাইম এন্ড অপস) লিখিত বক্তব্যে জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী দ◌ামুড়হুদার ডুগডুগি, জীবননগরের শিয়ালমারি পশু হাট সহ মোট ১১টি পশুর হাট। কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি, জীবননগরের শিয়ালমারি, আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ, সদরের সরোজগঞ্জ পশুর হাট গুলো জমজমাট হয়ে ওঠে। পশু হাট গুলো শুরু হওয়ার সাথে সাথেই প্রায় প্রতি বছরই অজ্ঞান পার্টি ও মলম পার্টি প্রতারণা সহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রম দৌরাত্ম বেড়ে যায়।

এছাড়াও পরিবহনগুলোতেও বাসের যাত্রীবেশী অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা টার্গেট করে সাধারণ যাত্রীদের অজ্ঞান করে তাদের কাছ থেকে নগদ টাকাসহ মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়ার সংবাদও কম নয়।

জেলায় এসব পশুহাটে ও হাটে আসার পথে গত ১৬ই মে ফরিদপুরের ইউনুস শেখ জীবননগরের শিয়ালমারি হাটে, ২৩ শে মে জীবননগর কালীগঞ্জ সড়কের পশু হাসপাতালের সামনে সানোয়ার হোসেন (৪৫), ৩০ শে মে আলমডাঙ্গা শমসের আলী শিয়ালমারি হাটে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে। সর্বশেষ অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা ৩ জুন দামুড়হুদার ডুগডুগির হাটে নোয়াখালীর জসিম উদ্দিনকে টার্গেট করে চেতনা নাশক পুষ করে সর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় হাতে নাতে বাগেরহাটের বাচ্চু মাঝি নামের একজন গ্রেপ্তার হয়। এই ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানার মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নম্বর ০৪ তারিখ ০৩/০৬/২০২৪।

এসব ঘটনার পর চুয়াডাঙ্গা সদর থানা, জীবননগর থানা, দর্শনা থানা ও দামুড়হুদা থানা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একাধিক টিম অভিযান পরিচালনা করতে থাকে এবং তাদেরকে হাতেনাতে গ্রেফতার এর উদ্দেশ্যে কৌশলে ফাঁদ পাতা হয়। এই ফাঁদে আটকা পড়ে অজ্ঞান পার্টির সক্রিয় সদস্য জেলার জীবননগরের সন্তোষপুর গ্রামে ইব্রাহিম ওরফে ইব্রা, আব্দুর রাজ্জাক, সালামত, শাহাবুদ্দিন ওরফে সুখচান, বাচ্চু মাঝি ও হাসেম আলী। আটকের সময় তাদের দখল থেকে উদ্ধার হয় চেতনাশক ওষুধ সামগ্রী।

এখন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ এই আন্ত:জেলা অজ্ঞান পার্টি চক্রের ৬ সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এটা একটা সংঘবদ্ধ চক্র। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে টার্গেট ভিকটিম কে চেতনা নাশক প্রয়োগ করে সর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। তদন্তকালে আমরা এই চক্রের বেশ কিছু নাম পেয়েছি তাদের চলমান কার্যক্রম মনিটর করা হচ্ছে। এই চক্রের সকল সদস্যকে আইনের আওতায় আনার জন্য সুষ্ঠ তদন্ত এবং গ্রেপ্তার অভিযান চলবে। জনগণের জান-মাল রক্ষায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সর্বদা আপনাদের পাশে রয়েছে।

গাংনীতে দুদকের আয়োজনে

মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত

এবার দুদক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগীয়তায় বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদের দুর্ণীতিচিত্র নিয়ে ব্যাপক কোটেশন তুলে ধরেছেন পক্ষে বিপক্ষের বিতার্কিকবৃন্দ। তার্কিকরা তাদের যুক্তিখন্ডন করতে গিয়ে বারবারই তুলে ধরেন সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজিরের দুর্ণীতিচিত্র।

গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিতর্ক দলের দলনেতা নওরিন জাহান বলেন, শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদ। বলা হয়ে থাকে যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বড় ক্ষমতাধর পুলিশ অফিসার ছিলেন। তার কাছে অসৎ পথে উপার্জিত হাজার কোটি টাকা। শুধুমাত্র দেশ প্রেম ও মুল্যবোধের অভাবে মানুষ বেনজিরের মত হয়ে ওঠে।

এই তার্কিক আরও বলেন, দুর্ণীতি আমাদের সমাজের রন্দে রন্দে ছড়িয়ে পড়েছে। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদ।

আজ শনিবার (৮ জুন) দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে কুষ্টিয়া সমন্বিত দুর্নীতি দমন কমিশন ও গাংনী উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির (দুপ্রক) আয়োজনে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীদের মাঝে দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা তৈরি করতে ‘দেশপ্রেম ও মুল্যবোধের অভাবেই দুর্ণীতি বিস্তারের কারণ, বিষয়ের উপর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক তুলে ধরে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সাহেবনগর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের তার্কিকরা।

বিতর্ক প্রতিযোগীতার সমাপনী দিনে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পক্ষ দল সাহেবনগর বহুমখী উচ্চ বিদ্যালয়কে যুক্তিতে হারিয়ে বিপক্ষ দল জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়।

শ্রেষ্ট বক্তা নির্বাচিত হয়েছে সাহেবনগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিতার্কিক দলের নেতা নওরিন জাহান।

এতে সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির

সভাপতি ও সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহা: আবু জাফর।

সমাপনি ও পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।
পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা দুর্ণীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক নীল কমল পাল ও সাইদুর রহমান।

উপস্থিত ছিলেন, গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু, হাড়াভাঙ্গা ডিএস ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলিমুজ্জামান, জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুর্শিদা খানম, যুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিম, করমদী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, প্রভাষক শরীফুল ইসলাম, গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমিক প্রধান হাবিবুর রহমান, গাংনী টেকনিকেল কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আযাদ স্বপন প্রমুখ।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা দুর্ণীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি, কমিটির সদস্য সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, প্রধান শিক্ষক খুর্শিদা বেগম, কামরুজ্জামান, সহকারি অধ্যাপক দিলরুবা খানম, হুমায়ন কবীর সুমন।

বিতর্ক প্রতিযোগীতার মডারেটর ছিলেন, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে মোবারক, বিচারক ছিলেন গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার সাইদুর রহমান, সহকারি প্রোগ্রাম অফিসার (আইসিটি) আব্দুর রাকিব ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম।

দুই দিন চলমান দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেই এই উপজেলা শহরের আটটি স্কুল। সমাপনি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পরে অতিথিরা সকলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক—শিক্ষার্থীরা